দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 1

071

# শিক্ষাঙ্গন

## প্রসঙ্গঃ পরিভাষা

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমরা। সুদীর্ঘ কাল ধরে তিলে তিলে অর্জিত জ্ঞান বলেই আজ আমরা বাস করছি পারমাণবিক যুগে। প্রসার ঘটেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্পকলার।

চলমান এ বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের প্রসার হয়েছে বহুমুখী। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা তথ্য, নানা তত্ত্ব। উদ্ভব হয়েছে জ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এসব শাখা সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মনীষীর আবিষ্কার আর তত্ত্ব দ্বারা। এটি যেমন ঘটেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন হয়েছে শিল্প, সাহিত্য আর কলায়।

প্রতিটি জিনিসেরই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। থাকে বিভিন্ন সমস্যা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ অগ্রগতিতে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছে কিছু সমস্যার। বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত এরূপ একটি সমস্যা হলো পরিভাষা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ আর সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবী যেমন সঙ্কুচিত হচ্ছে দ্রুত তেমনি প্রসার ঘটছে জ্ঞানের। মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞান আজ আর নিজ গোত্র কিংবা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশে সীমান্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে। আর এখানেই সূত্রপাত হয়েছে সমস্যার।

বিশ্বের প্রতিটি জাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে প্রায় সব ভাষাতেই। এ বিকাশ ধারার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে হলে প্রত্যেক ভাষারই দরকার— অন্য ভাষায় প্রকাশিত নবতর জ্ঞানকে নিজ ভাষায় আত্মীকরণ করা। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞান চর্চার আর সহজ পথ নেই। আর এখানেই প্রয়োজন অনুবাদের এবং অনুবাদের কাধেই ভর করে পরিভাষাগত সমস্যার সৃষ্টি।

এদিকে বিশ্বের প্রতিটি ভাষাই আবার কম-বেশী স্বতন্ত্র বিধায় প্রায় প্রতিটি ভাষাতেই এমন কিছু শব্দ বা শব্দাংশ রয়েছে যার প্রতিরূপ অন্য ভাষায় নেই। বাংলা ভাষাও স্বাভাবিকভাবে এর ব্যতিক্রম নয়। আর এজন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিভাষা বিভ্রাট।

আমাদের দেশের উচ্চতর জ্ঞান চর্চা তা' বিজ্ঞানেরই হোক বা অন্য বিষয়ই হোক কম-বেশী ইংরেজীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করতে হচ্ছে প্রধানত ইংরেজী থেকে। যে জন্য দেশে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিভাষা শীর্ষক কয়েক গণ্ডা সেমিনার।

অথচ দৃষ্টিকোনকে সংকীর্ণতামুক্ত করা গেলে দেখা যায় এরূপ পরিভাষা সৃষ্টির আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হলেই এ কথার যথার্থতা বুঝা যায়।

আমরা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুর নামকরণ করি তাকে চিহ্নিত করার জন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপ। প্রথমেই ধরা যাক বিজ্ঞানের কথা। আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন জিনিস বা তথ্য আবিষ্কার করে তাকে একটি নির্দিষ্ট নাম দিয়ে থাকি। যেমন দিয়েছি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা কার্বন-ডাই-অক্সাইড। অথচ এদেশের কিছু 'স্বঘোষিত' বুদ্ধিজীবী এ ধরনের নামকে বাংলা করে জ্ঞান চর্চা সহজ করার নামে উল্টো জটিলই করে তুলেছেন। এজন্য অক্সিজেন হয়েছে অম্লজান, কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়েছে অংগার-দ্বি-অম্লজ। ফলে, দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা। প্রথমত যেহেতু এ দেশের জ্ঞান চর্চা ইংরেজী নির্ভর সেহেতু একটি শব্দ শিক্ষার্থীকে একবার বাংলা আবার ইংরেজী করে মোট দু'বার লিখতে হচ্ছে। এভাবে দু'বার শিক্ষার ফলে জ্ঞান চর্চা সহজ না হয়ে কঠিনই হয়েছে। ফলস্বরূপ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানান্বেষণের প্রতি দেখা দিয়েছে এক অনাকাঙ্খিত ভীতি। যা মোটেই সুখপ্রদ নয়। দ্বিতীয়তঃ এ পরিভাষা নামক প্রহসনের মাধ্যমে বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আগের ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠেছে এক বিরাট ব্যবধান। যার অশুভ প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। সর্বোপরি বিশ্ব বিজ্ঞানীরা জ্ঞান চর্চাকে সহজ করার জন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিন্ন নাম ও শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তা' গৃহিত হয়েছে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্যারিসে।

কিন্তু আমাদের কেউ কেউ মাতৃভাষার প্রতি অতি ভক্তির আড়ালে সেসব অভিন্ন নামকে অনুবাদ করার চেষ্টা করছেন। টাইপ রাইটারকে তারা মুদ্রাক্ষরিক বানিয়ে পাঠকের দাঁত ভাঙ্গার ব্যস্থা করেছেন— টেলিফোনকে দুরালাপনী বানিয়ে টেলিফোনকে চেনারই পথ করেছেন দুরুহ।

অথচ পরিভাষা নামক এ প্রহসন না থাকলে শিক্ষার্থীরা এমন সমস্যাতে পড়ত না কিছুতেই। সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নাম এবং শব্দ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হলে তা জ্ঞান চর্চাকে স্বাভাবিকভাবেই যেমন একে অন্যের কাছে নিয়ে আসত তেমনি সহজ হ'ত জ্ঞান সাধনা। যা উভয়দিক থেকেই হ'ত লাভজনক। তা'ছাড়া বিদেশী শব্দ যদি আমাদের বাংলা ভাষার বাংলা শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় তবে তা' বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির পথই দিবে খুলে। কেননা, একটি ভাষা যত বেশী শব্দ অন্যভাষা থেকে গ্রহণ করতে পারে সে ভাষা ততই সমৃদ্ধ হয়। একথা চির সত্য।

—শিবলী আজাদ অলীক